R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৬৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ. ১০ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৩ সাল।
৩০শে জুলাই ১৯৮৬ সাল।
নগদ মূল্য : ৩০ পয়সা
বার্ষিক ১৫, টাকা

অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ফল্ট ও ব্রেকডাউন দায়ী

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ১০ জুলাই বীরভূমের এক জনসভায় বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত "লোকদীপ প্রকল্প" এর অনুষ্ঠানে বলেন—অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মেশিন ফল্ট ও ইউনিট ব্রেকডাউন দায়ী—বিদ্যুতের অভাব নাই। প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী বীরভূমে গরীব ও আদিবাসী/তপশীলীদের ১৬০০ গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। সারারাজ্যে অন্ততঃপক্ষে ১০০০০ গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ হবে। এইসব গৃহে কোন মিটার থাকবে না ; তবে তাদিকে মাসিক ৫ টাকা করে এর দরুণ দিতে হবে। বিদ্যুৎমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে আরোও বলেন—'লোকদীপ প্রকল্প' গরীবের ঘরে শুধু আলোই দেবে না, তাদিকে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের আলোকে আকৃষ্ট করে যুবকদের দেশ গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করবে। এই প্রকল্পের আওতায় আমাদের জেলায় বা জঙ্গিপুর মহকুমার কোন গ্রাম বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়েছে কিনা সংবাদ পাওয়া যায়নি। বরং জঙ্গিপুর মহকুমায় লোডশেডিং-এর দাপট দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বিনা কারণে প্রায় বন্ধ থাকায় জনজীবন অতিষ্ঠ। বিদ্যুৎ অফিসে খোঁজ নিলে সর্বদাই শোনা যায়—লোডশেডিং না হয় লোকাল ব্রেকডাউন চলছে। যদি বিদ্যুৎমন্ত্রীর ভাষণ সত্য হয় তবে এ শহরে বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। জনসাধারণেরও ধারণা—বিদ্যুতের ঘাটতি বেশীর ভাগ সময় থাকে না। ফল্ট ও ব্রেকডাউনই মূলতঃ এই অবস্থার জন্য দায়ী। বিদ্যুৎ কর্মীরা দক্ষতাসম্পন্ন না হওয়ায় মেশিন ফল্ট ও ব্রেকডাউন সারাতে অক্ষম হয়ে নিজেদের দোষ ঢাকতে লোডশেডিং বলে সমস্ত ঘটনাকে ধামাচাপা দেন। পূর্বের অভিজ্ঞতায় বলে—বিদ্যুৎ বিভাগে কর্মী নিয়োগ নিয়ে বিগত বছরগুলিতে (৩য় পৃষ্ঠায়)

ঘুমঘোরে এস ডি ও পি ডব্লিউ ডি রোডস

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৩ জুলাই বেলা ২টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ-সাগরদীঘি রাস্তার ব্যাপারে কিছু জানার তাগিদে রঘুনাথগঞ্জ পি ডব্লিউ ডি রোডস অফিসে আমাদের একজন সংবাদদাতা যান। সেখানে গিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন সেটা বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উৎসবের প্রাক্কালে প্রচার প্রয়োজন।

অফিসারের কক্ষে অফিসার নাই। যদিও নেমপ্লেটে 'ইন' করা আছে। পিওনকে অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চান বলায় পিয়ন উত্তর দেন—সাহেব বাসায় ঘুমোচ্ছেন, এখন দেখা হবে না। সাংবাদিক ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে পিওনকে বলেন—সাহেবকে বলুন আমি ঠিকাদারী কাজে আসিনি, পত্রিকা অফিস থেকে কিছু তথ্যের ব্যাপারে দেখা করতে চাই। পিওনের উত্তর—আপনি যে জন্যই আসুন—সাহেবের হুকুম আছে তাঁকে না ডাকা, আপনি বরং ঘন্টা দেড়েক পরে আসুন। সাংবাদিক ভদ্রলোক বাধ্য হয়ে ওখান থেকে মহকুমা শাসকের অফিসে কাজ সেরে বেলা ৪টা নাগাদ আবার রোডস অফিসে আসেন। তখনও সাহেব অফিসে আসেননি। দু'চারজন কর্মীকে অফিসে দেখা যায়। তাঁদের এস ডি ও র সাথে দেখা করার কথা বললে জনৈক কর্মী বলেন—এখন দেখা হবে না, উনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। এই সময় পিওনটি এসে জানান—আপনি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন (৩য় পৃষ্ঠায়)

বধূ নির্যাতন

জঙ্গিপুর : গত ৮ জুলাই পিয়ারাপুর গ্রামের গৃহবধূ জনৈকা ডলি দাস তাঁর স্বামী লক্ষ্মণ দাস, ভাসুর কনক দাস দেওর তপন দাস ও ননদ অনুরাধা দাসের বিরুদ্ধে তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতন ও অন্য মহিলার প্রতি স্বামীর আসক্তির অভিযোগ জানিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর এই নির্যাতনের ঘটনা তেঘরী-১ পঞ্চায়েত প্রধানের দৃষ্টিতেও আনেন বলে জানিয়েছেন। ডলি দাসের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গত ২৯ জুলাই পিয়ারাপুর থেকে লক্ষ্মণ ও কনককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। স্থানীয় লোকের বক্তব্য, কনক বেশ কয়েক বছর থেকে এখানে থাকে না। এবং সে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। ডলি দাস বর্ত্তমানে তাঁর বাপের বাড়ি বেকডাঙ্গায় আছেন।

ধুলিয়ান : গত ৪ জুলাই সমসেরগঞ্জ গ্রামের আমজাদ আলির বিরুদ্ধে তার পুত্র বধূ সফেরা বিবির (১৮) উপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রাম্য বিচারে তাকে মাথা মুণ্ডন করে চুন-কালি মাখিয়ে গ্রাম ঘোরাবেন ঠিক করেন। কিন্তু আমজাদ আলি তাতে রাজী না হলে সফেরা বিবির অভিযোগক্রমে সমসেরগঞ্জ থানার ওসি আসামীকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেন।

রেশন ডিলারদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত

ধুলিয়ান : পঃ বঃ এম আর ডিলার্স এ্যাসোঃ ধুলিয়ান শাখার জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন আংশিক রেশন ব্যবস্থার ব্যবসায়ের (৩য় পৃষ্ঠায়

১৯৮৬ সালের নতুন চা—গৌহাটী, শিলিগুড়ি ও কলকাতার বাজার দরের সাথে সমতা রক্ষা করে চা ভাণ্ডারে পাওয়া যাচ্ছে "পাইকারী চা"। বেকার ও নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ডায়মণ্ড বেকারী

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ভ্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৩ সাল

স্বপ্নো নু মায়া নু

কবিগুরু বলিয়াছিলেন: 'নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,/ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত'। সংশ্লিষ্ট কবিতায় কবি দেশবাসী সম্বন্ধে যাহা কামনা করিয়াছিলেন, তিনি আজ থাকিলে দেখিতেন, সে সবই 'স্বপ্নো নু মায়া নু'। উল্লেখিত কবিতার তৎকৃত ইংরাজী তর্জমার শেষ পংক্তি: ইন্‌টু ছ্যাট্ হেভেন্ অব্ ফ্রীডম্ মাই ফাদার্, লেট্ মাই কান্‌ট্রি অ্যাওয়েক্'। ইহারই সূত্র ধরিয়া আজ দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার দেশ সত্যই স্বাধীনতার অন্য এক স্বর্গলোক হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার কাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোক নয়।

একটি কথা ত সকলেরই জানা যে, স্বর্গলোক চিরানন্দময় স্থান বলিয়া কল্পিত। সেখানে আনন্দৈব কেবলম্। কাজকর্মে, চিন্তা-ভাবনায় প্রভৃতিতে 'চিরমধুনিষ্যন্দ'। এই দেশও তাই বিচিত্র কাজকর্ম ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আনন্দে মশগুল।

কিন্তু সেই সব কাজ তথা চিন্তা যে জনকল্যাণমূলক তাহা নয়, জনগণের কষ্টোৎপাদক! তাহাতে বা কি? এই ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপ যাঁহাদের, তাঁহারা ত আনন্দ পাইতেছেন এবং নির্দ্বিধায় ও নির্বাধভাবে তাহা চালাইতেছেন, সুতরাং তাঁহারা কত স্বাধীন! দুষ্টলোকে 'সমাজবিরোধী' বলে। সমাজের সর্বস্তরের কিছু কিছু মানুষই যখন এই সমস্ত ক্ষতিকারক কর্মে লিপ্ত, তখন আর বলিবার কি থাকে? ঘুষ লওয়া এবং ঘুষ দেওয়া অব্যাহত; বিদ্যালয় গৃহের আসবাব, দরজা-জানালা, চেয়ার-বেঞ্চ প্রভৃতি খোয়া যাওয়া, রাস্তাঘাট, সেতু, সরকারী অথবা বেসরকারী ভবন নির্মাণে উপকরণাদি অন্যের অজ্ঞাতে অপসারান্তে নিজ ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অপরের স্বার্থপূরণ; ঔষধ, খাদ্য প্রভৃতিতে বিচিত্র ভেজাল দিয়া এবং বাজারে ফাটকাবাজি চালাইয়া অধিক মুনাফা লুণ্ঠন, সত্যাদর্শে জলাঞ্জলি দিয়া রাজনীতির বিচিত্র ভেক ধারণ এবং ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবার জন্য দফায় দফায় দলমত পরিবর্তন, জাতীয় সম্পদ ও সম্পত্তির বিনাশসাধন, কীটপতঙ্গের মত নির্বিচারে নরহত্যার যজ্ঞায়োজন, একদা দেশ বিভাগের অশুভ উদ্বোধনের পর চারি দশকে দিকে দিকে দেশের নানা অংশে বিচ্ছিন্নতাসাধনের প্রবৃত্তির উজ্জীবন, অন্যায়ের দাপটে ন্যায়ের নির্বাসন ও তজ্জন্য প্রতিকারাক্ষম প্রশাসন এবং সর্ববিধ অশান্তির দুর্নিবার জাগরণ—সমাজবিরোধিতার আখ্যাপ্রাপ্ত হয় না। দেহের সর্বাংশে পচন ধরিলে ত সুস্থ কোন অংশ পাওয়া যায় না। সুতরাং ডাকঘরের ডাকবাক্সে বিষ্ঠা-লেপন করা হউক, অথবা বিদ্যালয়-গৃহাদির দরজা-জানালা আসবাব চুরি যাক, অথবা মানুষ অপহরণ, হত্যা প্রভৃতি চলুক, অথবা বহুবিধস্থানের দাবী উঠুক, কিংবা আর কিছু হউক—'এ আমার, এ তোমার পাপ'। তাই হা-হুতাশ করিয়া লাভ নাই। 'হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে / আছে সে ভাগ্যে লিখা'। চলিতেছে এবং চলিবেও। এই 'দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান / জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ' ভাবনায় থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আপোষী স্বাধীনতা লাভে মশগুল হইয়া একদিন শাসনযন্ত্র স্বহস্তে লওয়া হইয়াছিল। স্বাধীনতার এহেন পরিণাম স্বাধীন দেশের নাগরিকের এহেন মনোবৃত্তি দূর অতীতের সাধের স্বপ্নকে স্বপ্নতেই পর্যবসিত করিয়াছে।

বেকার প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্প

জেলা তথ্য দপ্তর জানাচ্ছেন, রেজিস্ট্রীকৃত বেকার প্রতিবন্ধীরা স্বনিযুক্তি প্রকল্পানুসারে যে কোন ব্যবসায়ে নিযুক্তির জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের আবেদন করতে পারবেন। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত নথীভুক্ত বেকার প্রতিবন্ধীরা এ সুযোগ গ্রহণ করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট যে কোন দিন আবেদন করতে পারবেন। আবেদন পত্র জমা দেবার কোন সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি। তবে বয়সের ক্ষেত্রে তাদের অবশ্যই ১৮ হতে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

নিখুঁত টিভি

প্যানোরামা

এক বছরের গ্যারান্টিসহ

বিক্রেতা:

টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স

রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ

বি: দ্র: টিভি সারভিসিং করা হয়।

গৌরী সেনের বিশ্বকাপ দল

ভাস্কর পণ্ডিত

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত সদ্য সমাপ্ত ফুটবলের আসরে ফুটবল খেলা দেখার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পশ্চিমবাংলার ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কুড়ি জনের একটি দলকে মেক্সিকো পাঠাবার ফলে রাজ্যের সর্বত্র নানা মহল থেকে সঙ্গত সমালোচনার ঢেউ উঠেছিল।

পশ্চিমবাংলার গদিতে বামফ্রন্ট অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দলগুলি অল্প পরিশ্রমে হালকা জনপ্রিয়তা অর্জনের সুলভ পন্থা অন্বেষণের এক অপচেষ্টা শুরু করেছে। ঠাণ্ডা মাথায়, সুপরিকল্পিতভাবে মুখে বৈপ্লবিক ও বৈজ্ঞানিক বুলি উড়িয়ে অবৈজ্ঞানিক ও অবৈপ্লবিক কাজ কর্মের ঝোঁক ফ্রন্টের সকল দলগুলির মধ্যে কম বেশী ফুটে উঠছে। সেই সাথে আশ্চর্যভাবে এই সব কাজের এক একটি অবাস্তব মার্কসীয় ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের মার্কসবাদের বিশুদ্ধ সৈনিক হিসেবে জাহির করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে মেক্সিকোতে ফুটবল খেলা দেখার দল পাঠানো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রাজ্যের ক্রীড়া পর্ষদের নামে সরকারী খরচে মেক্সিকো ঘুরে আসা এই দল সম্পর্কে পর্ষদে আগে কোন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়নি। কিংবা সরকারীভাবেও কোন কিছু জানানো হয়নি। ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর মর্জি মাফিক রাতের অন্ধকারে ঠাণ্ডা ঘরে কুড়ি জনের দলটি তৈরী হবার পর সামন্ত প্রভুর মতো মন্ত্রী মশাই সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। আমরা লক্ষ্য করছি—গৌরী সেনের মেজাজে দেদার টাকা খরচের একটা প্রবণতা ক্রীড়া মন্ত্রীর মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায়। উদাহরণে বলা যায় গত মস্কো অলিম্পিক দেখতেও তিনি একটি দল পাঠিয়েছিলেন সরকারী খরচে। এবারের মেক্সিকোর হাওয়া খাওয়ানোর ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন প্রাক্তন খেলোয়াড়, পুলিশ অফিসার, আমলা ও পার্টি কর্মীদের নিয়ে একটি সুখী সংসারের। এই সফর সম্পর্কে তাঁর সাফাই ছিল—প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়দের সম্মান দেওয়া, আমলা ও পুলিশ অফিসারের কাজের উন্নতি করানো ও রাজনৈতিক কর্মীদের ক্রীড়া আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।

ক্রীড়া মন্ত্রীর মতে এ রাজ্যে গণ আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, বর্গা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন ইত্যাদির মতন ক্রীড়া আন্দোলনের বিজয় পতাকা নাকি গ্রাম বাংলার মাঠ ময়দান ছাপিয়ে শহর নগর বন্দরে পত পত করে আওয়াজ ছাড়ছে। ভেবে দুঃখ হয়—সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী, স্পষ্টবাদী, আপোষহীন, একদা পশ্চিম বাংলার ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলনের সফল নেতা সুভাষ চক্রবর্তীর মুখে পশ্চিম বাংলার ক্রীড়া আন্দোলনের অপব্যাখ্যা শুধু বেমানান নয় নিন্দনীয়ও। প্রতি জেলায় ষ্টেডিয়ামের শ্লোগানে কিছু কিছু ইট পাথরের গাঁথনী, খেলার মাঠকে সঙ্কুচিত করে সরকারী ইমারত বানানোর পরিকল্পনা, এ্যাথলেটিকসের সময় ফুটবলের, ফুটবলের সময় এ্যাথলেটিকসের লোক দেখান এক মাস দেড় মাসের কোচিং ক্যাম্প, ক্রীড়া দিবসের নামে টাকার হরি লুঠ আর যাই হোক একে ক্রীড়া আন্দোলন বলে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন কোন মানুষ মেনে নিতে পারেন না।

প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সম্মান দেখানোর জন্য মেক্সিকো ভ্রমণ এক হাস্যকর ব্যাপার। যে খেলোয়াড়রা গিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের সময়ের এক একজন দিকপাল এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এঁরা দেশের হয়ে অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সম্মান এবং অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ করে ফেলেছেন। কেউ যদি বলেন ভবিষ্যতের ফুটবল খেলোয়াড় তৈরীতে এঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হবে। তার উত্তর—এঁদের মধ্যে কি একজনও পুরো সময়ের প্রশিক্ষক আছেন? নেই। ভাবতে অবাক লাগে এত মোটাসোটা একটি দলে একজনও ফুটবল প্রশিক্ষকের ঠাই হয়নি যারা ফুটবল খেলোয়াড় গড়তে মন প্রাণ সমর্পণ করেন। কোন রকম কটাক্ষ না করে বলা যায় প্রাক্তন খেলোয়াড়গণ মেক্সিকো ফেরত তকমা এঁটে বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণী সভায়, বিভিন্ন সেমিনারে তাঁদের বিশ্বকাপ দেখার কাহিনী, রাস্তাঘাট ষ্টেডিয়ামের সৌন্দর্য, দর্শকদের সাজপোষাকের রঙ বাহারের বর্ণনা দেবেন, তা শুনে এক টুকরো শুকনো রুটি দাঁতে কেটে আমাদের ভবিষ্যত খেলোয়াড়রা তাঁদের ক্রীড়া শৈলীর উন্নতি ঘটাবে?

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিশ্বকাপ দল

(২য় পৃষ্ঠার পর)

গৌরী সেনের টাকায় গৃহপালিত পশুর বিয়েতে নহবত বসবে, মুরগির লড়ায়ে বাদ্যি বাজবে আর খেলার মাঠ সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বাস্তব রূপায়ণের হাড়িকাঠে গলা দিয়ে ধুঁকতে থাকবে। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাবে হতাশায় ভুগবে আর সর্বহারার মতবাদে বিশ্বাসী জননির্বাচিত প্রতিনিধি, দরিদ্র জনসাধারণের ঘাম রক্তের পয়সায় খেলা দেখার নামে বিদেশে প্রমোদ ভ্রমণের ব্যবস্থা করবেন। আর আমরা পশ্চিম বাংলার জাগ্রত জনসাধারণ দুই হাত তুলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে চীৎকার করে বলবো—'ঐ যে ক্রীড়া আন্দোলনের জোয়ারে বিপ্লবের নৌকা লাল রঙের পাল তুলে এলো বলে।'

ঘুম ঘোরে (১ম পৃঃ পর)

সাহেব বিডিওর সঙ্গে বাসায় কথা বলছেন। কিন্তু সে পাঁচ মিনিট আর শেষ হল না। অফিসে উপস্থিত কর্মীদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তাঁরাও কোন উত্তর না দিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসেন। অগত্যা সাংবাদিক ভদ্রলোক আমাদের দপ্তরে ফিরে এসে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানান। আমাদের বক্তব্য—সত্যিই কি উক্ত অফিসার বাসায় ছিলেন, না আদপেই রঘুনাথগঞ্জে ছিলেন না। অনুসন্ধান প্রয়োজন। অফিসে 'ইন' প্লেট ঝুলিয়ে রেখে যদি কোন অফিসার দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত শুধু বিশ্রাম আর ঘুম ঘোরে আচ্ছন্ন থাকেন তবে সেই অফিস খুলে রাখার প্রয়োজন কি? সরকার কি বর্তমানে ঐ সব আমলাদের জন্য ঘুমভাতা চালু করেছেন?

অনিয়মিত বিদ্যুৎ (১ম পৃঃ পর)

যথেচ্ছাচার চালানো হয়েছে এবং কর্মীদের যথোপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়া হয়নি। ফলে অদক্ষ কর্মীরা মেশিন ফল্ট ভাল করতে গিয়ে আরো ফল্ট তৈরী করছেন। আর তার দুর্ভোগ ভোগ করছেন সাধারণ নাগরিকরা। এই অঞ্চলে মানুষ কিছুদিন থেকে আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন—সামান্য মেঘ, বৃষ্টি বা ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিলেই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। মেঘ বৃষ্টি কেটে গেলেই আবার সরবরাহ চালু হয়। এর কারণ জানতে চাইলে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা কোন পরিষ্কার উত্তর দেন না। জন-সাধারণ বুঝতে অক্ষম কি করে মেঘ-বৃষ্টি ঝড় দেখা দিলেই বিদ্যুৎ বন্ধ হয়। এবং এর কারণই বা কি? ভুক্তভোগী মানুষের ক্ষোভ—যেখানে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহে সরকার ব্যর্থ সেখানে নতুন প্রকল্প চালু করে সস্তা জনপ্রিয় হবার কোন মানে নেই।

বি. এস. এফের ঘুম ভাঙলো

ধুলিয়ান: গত ১৯ জুলাই নিমতিতা বি. এস. এফ ক্যাম্পের একটি দল নতুন ডাক বাংলো মোড়ে ২৫টি গরুসহ দুজনকে আটক করেছে বলে সংবাদ সূত্রে জানা যায়। এই গরুগুলিকে বাংলাদেশে চালান দেওয়া হচ্ছিল বলে বি. এস. এফ দল সন্দেহ করে। সে কারণেই তারা ঐ দুই ব্যক্তি ও গরুগুলিকে আটক করে। বহুদিন থেকে জঙ্গিপুর মহকুমার সীমান্ত দিয়ে গরু চালানের ব্যবসা অবাধ গতিতে চলে আসছে। স্থানীয় পত্রিকাগুলি এ ব্যাপারে সোচ্চার হলেও পুলিশ ও বি. এস. এফের ঘুম ভাঙেনি। এতদিনে বি. এস. এফ এর কার্য্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে তাদের জড়তা কেটেছে, ঘুম ভেঙেছে।

করের চাপে ভি ডি ও বন্ধ

ধুলিয়ান: সংবাদে প্রকাশ ধুলিয়ান ও আশেপাশের ভি. ডি. ও ঘরগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। ভি ডি. ও মালিকদের জনৈক মুখপাত্র বলেন—সরকারের অকস্মাৎ কর বৃদ্ধির ফলেই আর ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়। সম্প্রতি সমসেরগঞ্জের বিডিও এক আদেশ বলে প্রতি মাসে ভি. ডি ও হলের জন্য ২০০০ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করেছেন। তাঁকে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ওয়েষ্ট বেঙ্গল এন্টারটেন্মেণ্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী ঐ পরিমাণ ট্যাক্স দাবী করা হয়েছে। উক্ত মুখপাত্র আরোও বলেন, অত টাকা মাসিক ট্যাক্স দিয়ে হল চালানো সম্ভব নয় তাই ভি. ডি. ও হলগুলি বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এর ফলে ঐ ব্যবসায়ে জড়িত বেশ কিছু ব্যক্তি বেকার হয়ে পড়লেন।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ১০৭, রঘু ২৭

ভারতের চাল-চিত্র

ভারত সরকার চলতি বছরের আগষ্ট মাসে ২৭ লক্ষ টন চাল ও গম রেশনে বণ্টনের কথা ঘোষণা করেছেন। বিগত বছরে এই পরিমাণ ছিল ২০·৮ লক্ষ টন। ঘোষিত ২৭ লক্ষ টনের মধ্যে গমের পরিমাণ ১৯·১ লক্ষ টন এবং চাল ৭·৯ লক্ষ টন। এ ছাড়াও বাজারে যাতে চাল ও গমের দাম সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে না যেতে পারে তাই আরো ১,৩০,৫৫০ টন অতিরিক্ত চাল জুলাই মাসে বাজারে ছাড়া হয়েছে। অবশ্য অতিরিক্ত চাল মধ্য-প্রদেশ, কেরালা, তামিলনাড়ু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, আসাম, অরুণাচল, ত্রিপুরা, মনিপুর, নাগাল্যাণ্ড এবং ওড়িষ্যাতে পাঠানো হয়েছে। (নিউজ ব্যুরো)

ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে যুক্ত এম, আর ডিলারদের ব্যাপারে একটি কমিশন নিয়োগ এবং মে মাসের মধ্যে তার রিপোর্ট প্রকাশের সরকারী প্রতিশ্রুতি কার্যকর না হওয়ায় প্রতি-বাদে অত্র এ্যাসোসিয়েশন সারা রাজ্য-ব্যাপী আগামী আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে রেশনের কোন মাল তুলবেন না বলে জানিয়েছেন।

ফোনঃ ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

পঞ্চায়েত রাজ

গ্রাম বাংলার অসংখ্য দরিদ্র, অবহেলিত মানুষের জন্য নতুন আশার আলো এনেছি

বামফ্রন্ট সরকারের নয় বছরে, অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম বাংলায় এসেছে নব জাগরণ

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত রাজের অসীম সম্ভাবনা সবার চোখে পড়ে। ১৯৭৮ সালে জনসাধারণের বিপুল সমর্থনে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদ—এই ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়।

গর্বের কথা এই যে এই কয় বছরে পঞ্চায়েতগুলি ও খাদ্যের জন্য কাজ জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কার্যসূচিতে পশ্চিমবঙ্গে ২৬,৭৯ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং এর ফলে গ্রামাঞ্চলে বহু স্থায়ী সম্পদ তৈরী হয়েছে। ভূমিহীন কৃষকদের জন্য পঞ্চায়েতগুলি ৬৩ হাজারেরও বেশী গৃহ নির্মাণ করেছে। আজ গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ২৯৪৪টি পঞ্চায়েত ভবন ও ৪২১টি হোমিওপ্যাথিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এবং ১,৩৪,২৪৮ হেকটর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বিপণন ও বিতরণ কেন্দ্র, বয়স্ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন-মূলক কাজে অনুদান ও ঋণ দেওয়ার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, পঞ্চায়েতগুলি রাজ্য সরকারের উৎসাহে ও সমর্থনে বিভিন্ন গ্রামোন্নয়নমূলক কাজকর্মে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। যেমন ভূমিসংস্কার, অপারেশন বর্গার অধীনে ১৩,৩৯ লক্ষ (ডিসেম্বর ১৯৮৫ পর্যন্ত) বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করা উদবৃত্ত জমি অধিগ্রহণ করে ভূমিহীন-দের মধ্যে বিতরণ করা বর্গাদার ও পাট্টাদারদের জন্য বাস্তজমি, কৃষি সরঞ্জাম এবং ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা করা, ১০০৬০ হেকটর জমিতে সামাজিক বনসৃজন, নতুন টিউবওয়েল বসানো ও পুরোনোর মেরামতি, সামাজিক আবাস তৈরী করা, ৮,৫০,৪৮০ কিমি গ্রামীণ রাস্তা মেরামতী, ৯,৩৫৩টি সাঁকো নির্মাণ ও উন্নয়ন, ১৪,১৭০টি বিদ্যালয় গৃহ, গ্রামীণ গুদাম, শস্যগোলা, বাসগুমটি প্রভৃতি নির্মাণ ও মেরামতী।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের মানুষদের আরো ভালোভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়ার জন্যই বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাকে আরো সক্রিয়, ব্যাপকতর করে তুলছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A Government of India Enterprise)

NTPC

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P. O. NABARUN– 742236 DIST. MURSHIDABAD : WEST BENGAL

MATERIALS MANAGEMENT DEPARTMENT

Notice Inviting Tender

Tender Ref : FS : 42 : MD : T-06/86-87 Dt. 17/07/1986

Sealed tenders are invited from experienced materials handling, clearing & transport contractor for working in NTPC/FSTPP's Private Rly Siding inside Plant Site for a period of one year.

The Bidders should have sufficient past experience and full knowledge of working in commercial operation rules of Pvt. Railway Sdg., of Industrial, Power Plant Project/Organisation of similar nature.

Scope of work covers collection of RRs, taking delivery and handling of Steel, Cement, misc items like GI Pipes, CI Pipes, Fittings Cable Drums, RCC Pipes, Lubricants and Chemicals, Power Plant equipment and spares etc. on surrendering RRs, I. Bond etc including timely unloading within free hours, loading them on vehicles transportation to site/godown via weighbridge and unloading, stacking.

Total tonnage may be handled 51,500 MT approx which may very and no guarantee can be given of any definite volume of work.

Terms and Conditions :

1. Tender/Bid documents can be had on request by post or in person on payment of Rs. 100/- (Rs. One hundred only) by Bank Draft in favour of National Thermal Power Corpn. Ltd. on State Bank of India, Farakka Barrage, Indian Postal Order in favour of National Thermal Power Corpn Ltd., payable at Khejuriaghat Post Office or on cash payment at our Cash Section. Money Order shall not be accepted.
2. Request/application for bid documents shall be supported with Credentials/documents as aforestated without which bid documents will not be issued
3. Interested bidders are advised to visit the site to familiarise with the site condition before tendering.
4. Bidders must deposit an earnest money of Rs. 20,000/-(Twenty thousand) without which the bid/tender will be rejected outright.
5. Bidders shall have to submit latest Income Tax clearance Certificates alongwith the bid failing which offers may be ignored.
6. Bid documents will be available on payment from 1. 8. 86 to 21. 8. 86 during working hrs and offers will be opened at 10-30 a.m. on 22. 8. 86 in presence of the interested authorised persons in office of the Dy. Manager (Materials).
7. NTPC/FSTPP reserves the right to accept/reject any offers without assigning any reason whatsoever.

Manager (Materials)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অহৃতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।